জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: পরিপ্রেক্ষিত ইসলামি নির্দেশনা

মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন*

Abstract

Climate change and natural disasters are the biggest obstacles to the development of the current world. In this era of industrialization, nature is suffering from pollution in various ways and the climate is changing, as a result of which various kinds of natural disasters are hitting. Islam has given guidance on protecting the environment and dealing with the effects of climate change. The Sustainable Development Goals have set 3 specific targets and 2 target implementation methods to deal with the effects of climate change. As a United Nations country, Bangladesh is determined to implement these goals. Bangladesh has made positive progress in various areas in implementing these goals. Qualitative method was used in the present study. As part of the qualitative research, document analysis was carried out. Descriptive method and analytical method were followed in the comparative review of Islamic guidelines on sustainable climage change impact management goals. Considering the country's majority Muslim population, these goals will play a positive role in implementing the goals presented in the light of Islamic guidance.

চাবিশব্দ: জলবায়ু, দুর্যোগ, সহনশীলতা, অভিযোজন, প্রশমন

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা। শিল্পায়নের এ যুগে প্রকৃতি নানাভাবে দূষণের শিকার হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে। সাধারণভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে জলবায়ুর উপাদানসমূহের পরিবর্তনকে বুঝায়, যা একটি দীর্ঘ সময় পর পরিলক্ষিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘঠিত হয়। মহান আল্লাহ মানুষের বসবাসের উপযোগী করে এ পৃথিবী, এর পরিবেশ ও জলবায়ু সৃষ্টি করেছেন। জলবায়ু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অসীম রহমত। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ "তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর।" (আল কুরআন, ৬৭ : ১৫) মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। ইসলাম পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নির্দেশনা দিয়েছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট ৩টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২টি লক্ষ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। জাতিসংঘভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ এ

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে উপস্থাপন লক্ষ্য বাস্তবায়নের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

গুণগত পদ্ধতি (Quantitative Method) ব্যবহার করে বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গুণগত গবেষণার অংশ হিসেবে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ (document analysis) করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করে জনসচেতনতা তৈরি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর করণীয় নির্ধারণ এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : ইসলামি নির্দেশনা

টেকসই উন্নয়নের সাথে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ সম্পর্কিত, যা জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির *গভর্নিং কাউন্সিল* প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা থেকে সহজেই অনুমেয়। Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs.[১] "টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে সক্ষমতার সাথে আপস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে।" জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্নভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রতিয়মান। তাই টেকসই উন্নয়নের **১৭টি** প্রধানতম লক্ষ্যমাত্রার **১৩শ** লক্ষ্যমাত্রা হলো- "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ"। নিম্নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার **১৩শ** লক্ষ্যমাত্রা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত ৩টি বিশেষ লক্ষ্য ও ২টি লক্ষ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

৪. বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১ (অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি)

"সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।"[২] এ লক্ষ্যমাত্রায় জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশনা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.১ দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন : জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মজবুত শক্ত বাসস্থান নির্মাণ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, বনায়ন, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর ইত্যাদি করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম গুচ্ছগ্রাম (Climate Victims Rehabilitation) প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victims Rehabilitation) প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৩) বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯১৭.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হয়েছে। এ প্রকল্পের সর্বশেষ জরিপ অনুসারে এখন পর্যন্ত (জুন ২০২২) ১২৬২টি গুচ্ছগ্রামে ৪৩,৮৯৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান; ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান; আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান; পুকুর খনন করে দেয়া ইত্যাদি কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[৩]

দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় দুর্যোগ প্রতিরোধে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ একটি কার্যকর প্রতিরোধ কৌশল। বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলার উপকূলজুড়ে মোট কতগুলো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় এ সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৩০০।[৪] ইতোমধ্যে সরকার Cyclone Shelter Database এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[৫] সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সমগ্র উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে সর্বমোট ৭০০০ আশ্রয়কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।[৬] দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ ও গবাদি পশুর আশ্রয় প্রদান ও মানুষের মূল্যবান সম্পদ সুরক্ষার জন্য মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত।[৭]

২০১৮ সালে সরকার দেশের বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লা সংস্কার উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণের লক্ষ্যে 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে, যাতে মোট কিল্লা হবে ৫৫০টি। 'মুজিব কিল্লা' বানানোর কাজটি বাস্তবায়ন করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের ২০২২ সালের ডিসেম্বরের তথ্যমতে, কাজ শুরুর পর গত সাড়ে চার বছরে মাত্র ৬৪টি কিল্লার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ৯৫টির কাজ চলমান, প্রকল্পের বাস্তবায়ন ধীরগতি ও বিভিন্ন কারণে প্রায় সাড়ে চার বছর পর ১০০টি কিল্লার নির্মাণ বাতিল করেছে পরিকল্পনা কমিশন এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৪৫০টি কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করেছে।[৮] এছাড়াও সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৪ হাজার ৩২৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয়ে 'Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction Project (River)' প্রকল্প (জুলাই-২০২৩ থেকে জুন ২০২৮) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০টি বহুমুখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, সংযোগ সড়ক এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।[৯]

ইসলামও আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এ ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়। এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগে আগত শরণার্থীদেরকে অনুকূল অবস্থানে বসবাসের সুযোগ দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। ওমর রা.-এর শাসনামলে দুর্ভিক্ষের বছর যখন চারদিক থেকে আরবরা মদীনায় এসে জড়ো হতে লাগল। ওমর রা. তখন তাদের থাকার সুবিধার্থে আশ্রয়ক্যাম্প তৈরি করেন।[১০] প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন বিশেষত, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছাসের ক্ষেত্রে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত খাল-বিল খনন করা প্রয়োজন। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রয়োজনে খাল-বিল ও নদ-নদী খনন করতে হবে। আর এ সকল ব্যয় ইসলামি রাষ্ট্রের *বায়তুল মাল* তথা সরকারী কোষাগার বহন করবে। বায়তুল মাল সম্পূর্ণ বহন করতে না পারলে সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বিত্তবানদের বাধ্য করবে।[১১] ওমর রা. সমগ্র বিজিত এলাকায় নদী-নালা প্রবাহিত করেন- বাঁধ তৈরি করেন, পুকুর খনন করান, পানি সরবরাহের জন্য জলাধার সৃষ্টি করান, নদী-নালার শাখা-প্রশাখা বের করেন এবং এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের পত্তন করেন।[১২]

৪.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপযোগী কৃষি পণ্য আবিষ্কার : প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি ফসলেরও ক্ষতি হয়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে এমন শস্য জাত আবিষ্কার করা উচিত, যা দুর্যোগ উপেক্ষা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যেমন- বর্ষা মৌসুমের উপযোগী ধান, একই সাথে শুষ্ক মৌসুমে কম পানি ব্যবহারে উৎপন্ন ধানের জাত আবিষ্কার, বর্ষায় ভাসমান সবজি চাষ ইত্যাদি। দেশের বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ফসলের লবণাক্ততা সহিষ্ণু, বিভিন্ন ফলের জলামগন্নতা সহিষ্ণু এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষরা সহিষ্ণু জাত আবিষ্কার করেছে। বিশেষত, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সবশেষ ২০১২ সালে দেশে প্রথমবারের মতো লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। বিনা ও বাকৃবির যৌথ এ গবেষণায় বিভিন্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশন প্রয়োগ করে প্রায় অর্ধ লাখের বেশি মিউট্যান্ট সৃষ্টি করে তা থেকে নানামুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে M 6 জেনারেশনে তিনটি উন্নত মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যা 8 dS/m মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন জলমগ্নতা সহিষ্ণু।[১৩] সর্বোপরি বিনা এ যাবৎ ১৮টি ফসলের ১১৭টি উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতসহ অর্ধশতাধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে বিনা উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২; লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৮, দ্বৈত লবণাক্ততা ও বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-২৩; লবণাক্ততাসহিষ্ণু চীনাবাদামের জাত বিনা চীনাবাদাম-৫,৬, ৭, ৮, ৯, ১০; লবণাক্ততাসহিষ্ণু সয়াবিনের জাত বিনাসয়াবিন-২, ৩, ৫ ও বিনাতিল-২; খরাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৭, ১৯, ২১; খরাসহিষ্ণু মুগ এবং মসুরের জাত বিনামুগ-৮ ও বিনামসুর-৯; পানি ও সার সাশ্রয়ী বিনাধান-১৭; জিংকসমৃদ্ধ বিনাধান-২০, সাময়িক জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু বিনাসরিষা-৯ এবং পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৪]

ইসলাম গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উপায় নির্ধারণের নির্দেশনা দেয়। কুরআনের বাণী,

اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَابِاَنْفُسِهِمْ -

"নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ,) বলেন, "কোনো জাতিই সুদিনের মুখ দেখতে পায় না, যতক্ষণ না তারা সুদিন ফিরে পাওয়ার জন্য দুর্দিনে চেষ্টা সাধন না করে। আর কোনো জাতির প্রতি যদি আল্লাহ অশুভ কিছু আপতিত করতে চান, তবে তা প্রতিরোধ করার সাধ্যও কারো নেই এবং তিনি ছাড়া তদের কোনো অভিভাবকও নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।"[১৬] বান্দার চেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহই বান্দার সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করেন। সুতরাং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে, তবে সফলতা লাভ করা যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا -

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।"[১৭]

৪.৩ দুর্যোগকালীন খাদ্য নিরাপত্তা : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে দুর্যোগকালীন জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। ২০৩০ সালের পর বাংলাদেশের নদীর প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। ফলে এশিয়ায় পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারাবে।[১৮] যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এ সমস্যা মোকাবিলায় সরাকারি ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে 'গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর- খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ) কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটে ৭৩৩.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। কর্মসূচিটি বছরের কর্মহীন মৌসুমে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্রতা নিরসন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটে মোট বরাদ্দের পরিমান ২,১৮৬.৫৪ কোটি টাকা। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর 'ভিজিএফ' কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা হিসেবে প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি খাদ্য সহায়তা ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত দেয়া হয়।[১৯]

ইসলামি দৃষ্টিকোণে দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি কর্ণদার হবেন তাঁর। কেননা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার জনসাধারণের সকল দুঃখ-কষ্ট নিবারণের সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো তার জন্য ফরজ। ওমর রা. দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মদীনার সাহাযার্থে এগিয়ে আসতে সমস্ত গর্ভনর ও প্রশাসকদের নিকট পত্র পাঠান। বিভিন্ন

গভর্নরদের পাঠানো খাদ্য প্রবীণতম সাহাবীদের নিয়ে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তালিকা করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের নামে রাষ্ট্রীয় সিল দিয়ে পাঠানো হয়। এছাড়াও দুর্যোগকালীন খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে গুদাম নির্মাণ করেন।[২০] ইসলাম আমাদেরকে দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে একে অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দেবেন।"[২১]

৪.৪ বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ : ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবীর নিম্নভূমির ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশ একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ।[২২] খরা, বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের বাস্তুচ্যুতি সমস্যার কারণ হিসেবে প্রতিয়মান। সমগ্র বিশ্বের বন্যা পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। একইসাথে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতি বিবেচনায় এদেশ ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে।[২৩] বঙ্গোপসাগর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রজ্বলন স্থল হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় হয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে। সমুদ্রে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও ঝড়ের ফলে সমুদ্রের লোনা জল বিশাল উচ্চতা নিয়ে ও তীব্রবেগে উপকূলের স্থলভাগকে প্লাবিত করে। এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এপ্রিল ও মে মাসের মৌসুমি বায়ুর পূর্বে এবং অক্টোবর ও নভেম্বরের অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর পরে আঘাত হানে।[২৪] বিশ্বব্যাংকের Economics of Adaptation to Climate Change প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে, প্রতি ৩ থেকে ৫ বছরে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। একইসাথে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।[২৫] বাংলাদেশ একটি নদীবিধৌত দেশ, এদেশের বুকের উপর দিয়ে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, সুরমা ও কর্ণফুলীসহ ৩১০টি ছোট-বড় নদী বয়ে গেছে।[২৬] সমগ্র বিশ্বের বন্যা পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়।[২৭] বাংলাদেশের ৬৮% ভূমি বন্যাপ্লাবিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। প্রতি ৪-৫ বছরে এখানে বড় ধরনের বন্যা দেখা দেয়, যাতে দেশের ৬০% ভূমি প্লাবিত হয় এবং জীবন, সম্পদ ও অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৮]

প্রতিবছর বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয়। বাংলাদেশের নদীগুলোর গতিপথ আঁকাবাঁকা। নদীর বাকগুলো ঘনঘন। ফলে পানির প্রবল তোড় সোজা পথে প্রবাহিত হতে না পেরে নদীর পাড়ে এসে আঘাত হানে। ফলে নদীর পাড় ভেঙে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ মিলিয়ন লোকের ১০০০০ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৯] ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিও বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি অন্যতম কারণ। জাতিসংঘ তার সতর্কীকরণে বলেছে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে। আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। জার্মানওয়াচ এর গবেষণা প্রতিবেদন Global Climate Risk Index 2020 অনুযায়ী ১৯৯৯-২০১৮ এ বিশ বছরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার

দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।[৩০] নানাধরনের দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে এদেশে বাস্তুচ্যুতি একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে প্রতিয়মান। আদমশুমারির (২০১৩) ভিত্তিতে চালানো রামরু (RMMRU Refugee And Migratory Movements Research Unit) ও এসসিএমআর (SCMR-Sussex Centre for Migration Research)-এর ২০১৩ সালের যৌথ গবেষণার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে নিজ বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে।[৩১]

বাস্তুচ্যুতি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ 'অভ্যন্তরণীয় বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র' গ্রহণ করেছে। এ কর্মকৌশলের লক্ষ্য অর্জনে তিনটি বাস্তবায়ন ধাপ/স্তর [বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং স্থায়ী সমাধান] এর অধীনে সর্বমোট ৯৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে; ১. ঝুঁকি নিরূপণ মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম, ২. জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ, ৩. দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন (ডিডিআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (সিসিএ) তে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা, ৪. আরবান গ্রোথ সেন্টার সম্প্রসারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ৫. অধিক সঙ্কটাপন্ন এলাকাগুলো চিহ্নিত করে জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন জমিগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা। বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা কৌশলসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে; ১. মানবিক এবং দুর্যোগ ত্রাণ সহযোগিতা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং ২. বাস্তুচ্যুতদের মৌলিক/মানবিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আটটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো- অ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা; আ) জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট মান; ই) জীবিকার সুযোগ; ঈ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার; উ) প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুনঃপ্রাপ্তির সুযোগ; ঊ) পরিবারের সদস্যদের পুনরেকত্রিত হওয়ার সুযোগ; ঋ) সরকারি সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ; এ) কার্যকর প্রতিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ। এছাড়াও ১২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও অর্থায়ন কৌশল এবং ৫টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩২]

ইসলাম বাস্তুচ্যুতি সমস্যা সমাধানে বাস্তুচ্যূত জনগোষ্ঠীর জীবনমানোন্নয়নে ইসলামি সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রধান কৌশল যাকাত ব্যবস্থার সুষ্টু বাস্তবায়ন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ ...

"নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য...।"[৩৩]

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওয়াত এসকল বাস্তুচ্যুত লোকদের ভরণ-পোষণ, পুনর্বাসন, আবাসন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। বিশেষত যাকাত, ফিতরা, সাদাকাত ইত্যাদি ফান্ডের অর্থ দিয়ে বাস্তুচ্যুতি সমাধানে যথাযথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়। একসইসাথে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, এমন উপায়-উপকরণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যার মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা যায়, দরিদ্রের (বাস্তুচ্যূত জনগোষ্ঠী দরিদ্র্যের অন্তর্ভুক্ত) জন্য মানানসই জীবন-যাপন নিশ্চিত করা যায় এবং সমাজে সহমর্মিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৪] যাকাত ভিন্ন

ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের নির্দেশনা রয়েছে। তাই গণীমতের এক পঞ্চমাংশ এবং ফাই ও খারাজসহ ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে থাকা সকল রাজস্বে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে। গণীমতের এক পঞ্চমাংশ দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِله خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ

"আর তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহ ও রাসূলের জন্য তার এক পঞ্চমাংশ, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য।"[৩৫]

৫. বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-২ (জাতীয় কর্মকৌশলের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন)

"জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার সমন্বয়।"[৩৬]

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন নির্দেশিত বিষয় হলো- জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সমন্বয় সাধন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক নীতিমালা ও কৌশল গ্রহণ এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার বিকল্প নেই। এতদসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণে অভিজ্ঞ পরিবেশবিদগণের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।[৩৭] বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৫.১ জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল: জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণয়ন করে। একই সঙ্গে বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল (CCTF) গঠন করে। স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কোনো দেশের স্ব-উদ্যোগে জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত এটিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। জলবায়ু তহবিলে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে সরকার এ পর্যন্ত তিন হাজার ৬৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল ৭৮টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে।[৩৮]

৫.২ জলবায়ু খাতে রাজস্ব সংস্কার : সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (PFM) মূল ধারার সঙ্গে জলবায়ুর বিষয়টির সংগতি বিধান, কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং সংসদীয় পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সরকার জলবায়ু-সংক্রান্ত রাজস্ব কাঠামো

গ্রহণ করে। এরই মধ্যে অর্থবিভাগ তাদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে (MTBF) জলবায়ুর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বাজেটকে জলবায়ু অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে বাজেট কল সার্কুলারের (BCC) মাধ্যমে কৌশলগত নির্দেশিকা জারি করেছে। এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকন্তু গত পাঁচ বছর ধরে আইবাস প্লাস নামক একটি শক্তিশালী আইটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থবিভাগ বার্ষিক জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।[৩৯]

৫.৩ Bangladesh Country Investment Plan For Environment, Forestry and Climate Change (2016 – 2021): জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশনার আলোকে একটি সমন্বিত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।[৪০]

৫.৪ বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা National Adaptation Plan (NAP): জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মশালা ও গবেষণার পরিচালনার মাধ্যমে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় (NAP) দেশে মোট ১৪ টি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ ও ১১ টি জলবায়ু সঙ্কটাপূর্ণ এলাকা (Climate Stress Area) চিহ্নিত করা হয়।[৪১]

৫.৫ Nationally Determined Contribution (NDC): বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়ন এবং হালনাগাদ (Update) করে আগস্ট ২০২১ মাসে UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-তে দাখিল করেছে। ৮টি বৈষয়িক খাতের ওপর দুর্যোগের ঝুঁকি এবং সামগ্রিকভাবে সম্পদ, অবকাঠামো, জীবিকা এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরূপন করা হয়েছে। এ সকল ঝুঁকি নিরসনে সর্বমোট ১১৩ টি মধ্যমেয়াদী (২০৪১) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৫০) অভিযোজনের পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে যা আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ (২৭ বছরে) বাস্তবায়ন করা হবে। NDC-তে শর্তহীনভাবে অর্থ্যাৎ সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন ও সক্ষমতায় ২০৩০ সাল নাগাদ ৬,৮৩% অর্থ্যাৎ ২৭.৫৬ মিলিয়ন টন CO2 এবং শর্তযুক্তভাবে অর্থ্যাৎ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে আরো ১৫.১২% অর্থ্যাৎ ৬১.৭ মিলিয়ন টন CO2 গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৪২]

৫.৬ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮: টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়গুলো প্রতিফলিত করে পরিবেশকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার লক্ষ্যে সরকার 'পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২' পরিমার্জন করে 'জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮' ঘোষণা করেছে। এই নীতিটি পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত নীতি

হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্য নীতিতে বর্ণিত সমস্ত পরিবেশগত ক্রিয়াকলাপের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।[৪৩]

৫.৭ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও সংরক্ষণ: বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব বিবেচনায় এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার 'পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০১৬' ঘোষণা করেছে। এ বিধির আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কিছু জলাভূমি, নদী, উপকূলীয় এলাকা এবং সামুদ্রিক দ্বীপ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইসিএ) ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ হতে অদ্যাবধি ০৯ টি জাতীয় উদ্যান, ১৮ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ০৩ টি ইকোপার্ক, ০১ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ০২ টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ০২ টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৫ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১ টি।[৪৪]

৫.৮ Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP): এটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো– ১. অভিযোজন ত্বরান্তিকরণ; ২. প্রযুক্তি স্থানান্তর, শ্রম দক্ষতা এবং শিল্পের Future-Proofing-এর মাধ্যমে জাস্ট ট্রানজিশন নিশ্চিতকরণ; ৩. সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করা; ৪. সমন্বিত জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন; ৫. ২১-শতকের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে মানব কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং ৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানি, শক্তি দক্ষতা এবং বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতের স্থিতিস্থাপকতা সর্বাধিক করা।[৪৫]

৫.৯ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এ পরিকল্পনার 'টেকসই উন্নয়ন: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন' শীর্ষক ৮ম অধ্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, এক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চমবার্ষিকীর সফলতা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তোরণের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।[৪৬]

ইসলাম প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে মতামত গ্রহণ ও পরামর্শের মাধ্যমে সমন্বয় করে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

"জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।"[৪৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ .

"এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"[৪৮]

একইসাথে ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন ইউসুফ (আ.) কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ .

"ইউসুফ বললো, তোমরা সাতবছর একাধিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে এর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে; এরপর সাতটি কঠিন বছর, এর সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু তোমরা যা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে একবছর সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।"[৪৯]

৬. বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৩ (প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি)

"জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন।"[৫০] এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন নির্দেশনাবলি হলো-

৬.১ শিক্ষা (প্রশিক্ষণ) ও সচেতনতা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা (প্রশিক্ষণ) ও সচেতনতা বৃদ্ধি জলবায়ু ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা যায়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় শিক্ষা (প্রশিক্ষণ) ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাষ্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪,০২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে।[৫১]

ইসলামও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি হচ্ছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য বিষয়কে মেনে নেয়ার ব্যাপারে দিকনির্দেশ করা। তাই জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইসলাম সমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .

“তারা কেবলই বদ্ধমূল ধারণার অনুসরণ করছে। আর ধারণা কখনো জ্ঞানের প্রয়োজন পূরণে কোন কাজে আসতে পারে না।”[৫২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ .

“হে নবি! আপনি বলে দিন, যারা জানে, আর যারা জানে না তারা উভয়েই কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাইতো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।”[৫৩]

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে ধারণাপ্রসূত তথা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সঠিক জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে।

৬.২ মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন : জলবায়ু ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। দুর্যোগ পূর্ববর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিতে দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, উদ্ধারকারী বাহিনী গঠন, ত্রাণ ও পুর্নবাসন ব্যবস্থাপনা, জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের অর্ন্তভূক্ত। বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। ECRRP-DI প্রকল্পের আওতায় Damage and Need Assessment (DNA) Cell এবং Multi-Hazard Risk and Vulnerability Assessement (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৮টি বড় ধরনের দুর্যোগের বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধ্বস, খরা প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং website এ আপলোড করা হয়েছে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে এসকল কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেননা রাষ্ট্রের নাগরিকের জান, মালের নিরাপত্তা দেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। ইসলাম সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহ দিয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ .

"আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য জোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চিনো না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন।"[৫৪]

৭. লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

উপরিউক্ত ৩টি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২টি বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে, নিম্নে এ বাস্তবায়ন পদ্ধতিগুলো ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

৭.১ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-১ (সবুজ জলবায়ু তহবিলে বৈশ্বিক অর্থ সহযোগিতা)

"অর্থবহ প্রশমন তৎপরতা ও বাস্তবায়ন-স্বচ্ছতার প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশসমূহের চাহিদা মেটাতে 'জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি)'-এর অধীনে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২০২০ সাল নাগাদ যৌথভাবে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে মূলধনী অর্থায়নের (capitalization) মাধ্যমে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund)' সক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।"[৫৫]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়নের নির্ধারিত ৩টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ২০২০ সাল নাগাদ বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সহায়তার মাধ্যমে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' সক্রিয় করার নির্দেশনা থাকলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশ এ খাতে অর্থ সহায়তা পেলেও বাংলাদেশ সঠিকভাবে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে না পারায় আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো যেন এসব প্রক্রিয়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে এবার সে উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)।[৫৬] জলবায়ু তহবিলে প্রাথমিকভাবে ১০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জমা হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৫৭] সবুজ জলবায়ু তহবিল (GCF) সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বর্তমানে জলবায়ু তহবিলের জন্য চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি পাইপলাইন সৃষ্টি করেছে এবং এরই মধ্যে চারটি প্রকল্পে জিসিএফ থেকে ৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে।[৫৮]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব একটি বৈশ্বিক সমস্যা, তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক বিশ্বের, বিশেষত উন্নত দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগে ঝুঁকিপ্রবণ দেশসমূহকে সহায়তায় বার্ষিক অনুদান দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এ ধরনের সহায়তা প্রদান ও সহায়তা গ্রহণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ এ খাতে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলাম যেকোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

"তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা- প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৫৯]

তবে সবুজ জলবায়ু তহবিল খাতের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির সবচেয়ে বড় এবং লোভনীয় উপায় হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প। সুতরাং জলবায়ু তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করার বিকল্প নেই। ইসলাম কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে দুর্নীতিমুক্তভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেয়, যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আদী ইবনে আমীরা আল কিনদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- আমি তোমাদের কাউকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করি। আর যদি সে আমাদের থেকে একটি সূঁচ বা তার চেয়ে অধিক কিছু লুকিয়ে রাখে তবে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ। কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে নিয়ে আসবে।"[৬০]

৭.২ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-২ (কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি)

"নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার প্রদান সাপেক্ষে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপদ্ধতির প্রসার।"[৬১]

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পা গ্রহণ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), জাতীয় বন নীতি (২০১৬), বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ, National Sustainable Development Strategy (2010–2021), National Aquaculture Development Strategy and Action Plan 2013–2020. ইসলামও আমাদেরকে দুর্যোগকালীন বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে যেকোনো পদক্ষেপ, দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষকে সহায়তা তথা তাদের কষ্ট দূর করে দেয়াকে ইসলাম বিশেষ ফজিলতের কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাই আমাদেরকে দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনে একে অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দিবেন।"[৬২]

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সূচক

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য মূল্যায়নের জন্য ৮টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ সূচকগুলো অর্জনে অনেকাংশে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করেছে। তবে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখনো তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করায় এ ব্যাপারে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব

হয়নি। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি নিয়ে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে, এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনলাইন তথ্য বাতায়ন হিসেবে 'এসডিজি ট্রাকার' চালু করেছে। এসকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

লক্ষ্যমাত্রা	সূচক	লক্ষ্য (২০৩০)	বর্তমান অবস্থা
১৩.১.১	প্রতি ১০০,০০০ জনে দুর্যোগের কারণে মৃত, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা	১৫০০	৪৩১৮ (২০১৯)
১৩.১.২	সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক এর সঙ্গে মিল রেখে জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা	বাংলাদেশ জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল (২০১৬-২০২০) গ্রহণ করেছে।	
১৩.১.৩	জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্থানীয় ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারের সংখ্যা	দেশের ১২ টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ১টি এবং ৩৩০ টি পৌরসভার মধ্যে ১২টিতে স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।	
১৩.২.১	একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয়।	কার্বন নিঃসরণ কমাতে জাতীয় প্রতিশ্রুতি (এনডিসি) বা ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনে সিওটু নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটে ৫ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় আরও ১৫ শতাংশ কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) হালনাগাদ করেছে। এনডিসি'তে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিয়েছে বিদ্যুৎ, পরিবহন,জ্বালানি ও শিল্পের হালনাগাদকরণে বিনিয়োগ করার বিষয়ে। যাতে এসব উদ্যোগ সিওটু নিঃসরণ কমাতে সহায়ক হয়। সবুজ প্রবৃদ্ধি থেকে কম নিঃসরণ কৌশলের বিষয়েও বাংলাদেশ কাজ করছে।	
১৩.৩.১	প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়সমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা	বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	
১৩.৩.২	অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উন্নয়ন কর্মব্যবস্থা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত ও ব্যক্তি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার করেছে এমন দেশের সংখ্যা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান	

১৩.ক.১	অঙ্গীকারকৃত ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলে জমার জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর সংগৃহীত মার্কিন ডলারের পরিমাণ	১০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জমা হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
১৩.খ.১	নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর অগ্রাধিকারসহ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণসহ সহায়তার পরিমাণ ও বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের সংখ্যা	ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সবুজ জলবায়ু ফান্ড গঠন করেছে। জলবায়ু তহবিলের জন্য চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি পাইপলাইন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরই মধ্যে চারটি প্রকল্পে জিসিএফ থেকে ৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে।

৯. সুপারিশমালা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ ইসলামি দৃষ্টিকোণে মূল্যায়ন সমাপনান্তে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হলো-

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকুলতা সহিষ্ণুতা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- দুর্যোগ উপযোগী কৃষিপণ্য উদ্ভাবনের মধ্যে সক্ষমতা অর্জন করা।
- দুর্যোগকালীন জনসাধারণের খাদ্যসংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও পারস্পরিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা।
- দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে আগাম সতর্কতা বিষয়ক শিক্ষা সচেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- জলবায়ু অর্থায়ন ফান্ডের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় ঠিক করে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও উদ্ধারকারী বাহিনী গঠন করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে এতৎসম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গণমাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ইসলামি নির্দেশনার প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ।

১০. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনজীবনের দরিদ্রতার প্রতিকূলতার ব্যাপারে প্রভাব ফেলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া সম্ভব না হলেও পরিবেশ ও বন

মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯' এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দুর্যোগ ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তেন প্রভাবে এদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ শীর্ষক ৮টি সূচক বিশ্লেষণে প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জলবায়ু মোকাবিলায় যথাযথ আইনি কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশ এর সুফল যথাযথ ভোগ করতে পারছে না। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনার অনুশীলন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্রঃ

১ United Nations General Assembly, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future,* Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 (USA : United Nations, 1987), p. 43

২ Editorial Board, Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development, The General Assembly, 4th plenary meeting 25 September 2015 (New York : United Nations, 2015) Seventieth session Agenda items 15 and 116, P. 27

৩ *ভূমি মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২)* (ঢাকাঃ ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২), পৃ. ৯৭-৯৮

৪ রাজু নূরুল, "ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রঃ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে উপকূলের সহায়", *বণিকবার্তা*, ঢাকা, অক্টোবর ২৮, ২০২০, অনলাইন ভার্সন, তারিখঃ ২০/০৮/২০২৩

৫ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২৩ (ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২৩), পৃ. ২৪৮

৬ The world bank, ''Cyclone shelter center in Bangladesh'', https://www.worldbank.org/en/results/2022/08/29/shelter-from-the-storm-protecting-bangladesh-scoastal-communities-from-natural-disasters. (Accessed 20 october 2023).

৭ হামিদ-উজ-জামান, "৫৫০-এর মধ্যে ৪ বছরে কাজ হয়েছে ৫টি", *যুগান্তর*, ঢাকাঃ ০৩ জুলাই ২০২২, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখঃ ০৮-২১-২০২৩

৮ আরিফুর রহমান, "প্রকল্পের সাড়ে চার বছরের মাথায় বাতিল হলো ১০০ মুজিব কিল্লা", *প্রথম আলো*, ঢাকাঃ ১৬ মার্চ ২০২৩, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখঃ ০৮-২১-২০২৩

৯ *Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction (RIVER) Project* (Dhaka : Local Government Engineering Department, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2023)

১০ ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *ফাসুলুল খিতাব ফি সিরাতি আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব*, অনুঃ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক (সিলেট : কালান্তর প্রকাশনী, ২০১৮), খ. ১. পৃ. ৪৬৭-৪৬৮

১১ সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৪৭৭

১২ মওলানা মুশাহিদ আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক* উত্তরাধিকার (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ১৪১

১৩ www.bina.gov.bd/site/news/42512053-ac9b-4569-9627-ff08c2de56ec/দেশে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন। সংগ্রহের তারিখ: ২১/০৮/২০২৩

১৪ ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, "খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রতিকূলতা সহিষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভাবন", *কৃষি কথা* (ঢাকা: কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২), সংখ্যা- ভাদ্র-১৪৩০, পৃ. ৩

১৫ আল কুরআন, ১৩ : ১১

১৬ কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, মাওলানা তালেব আলী অনূদিত (ঢাকা : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১৯৯৯), খ. ৬, পৃ. ৩০১

১৭ আল কুরআন, ৬৫ : ২

১৮ *টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন* ২০২০-২০২১ (ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন-২০২০), পৃ. ১৪

১৯ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

২০ *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক* উত্তরাধিকার, পূর্বোক্ত

২১ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরি আল কুশাইরী, *আস সহিহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসিল আরবি, তা.বি.), হাদিস নং : ২৫৮০/৫৮

২২ টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

২৩ *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate -Invest Today for a Safer Tomorrow* (Geneva : United Nations International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR, 2009), p. 207

২৪ ibid, p. 37

২৫ *Economics of Adaptation to Climate Change Synthesis Report* (Washington DC : The World Bank, 2010), p. 54

২৬ ibid, p. 2

২৭ *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate -Invest Today for a Safer Tomorrow,* op.cit, p. 207

২৮ ibid

২৯ *National Sustainable Development Strategy* (Dhaka : General Economics Division, Planning Commission, 2013), p. 38

৩০ David Eckstein and others, GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2020 Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018 (Germany : Germanwatch, December-2019), p.9

৩১ অভ্যন্তরণীয় বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র (ঢাকা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ১

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১-৩৬

৩৩ আল কুরআন, ৯ : ৬০

৩৪ ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বি*মোচন, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনূদিত (ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০১৮), পৃ. ১৬২

৩৫ আল কুরআন, ৮ : ৪১

৩৬ Editorial Board, ibid, P. 27

৩৭ *পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১-২০২২ (ঢাকা: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২), পৃ. ৫

৩৮ *৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)* (ঢাকা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ৪২৬

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫

৪০ *পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১-২০২২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৪১ পূর্বোক্ত

৪২ পূর্বোক্ত

৪৩ *৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

৪৪ *পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১-২০২২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৪৬ *৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭-৪৫৪

৪৭ আল কুরআন, ১৬ : ৪৩

৪৮ আল কুরআন, ৩ : ১৫৯

৪৯ আল কুরআন, ১২ : ৪৭-৪৯

৫০ Editorial Board, ibid, P. 27

৫১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৫২ আল কুরআন, ৫৩ : ২৮

৫৩ আল কুরআন, ৩৯ : ৯

৫৪ আল কুরআন, ৮ : ৬০

৫৫ Editorial Board, ibid, P. 27

৫৬ বিশেষ প্রতিনিধি, "জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ পেতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার", *প্রথম আলো*, ঢাকা: ২৮ মে ২০২২, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ: ২২/৮/২০২৩

৫৭ *৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩

৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

৫৯ আল কুরআন, ১৭ : ৩৪

৬০ ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ১৮৩৩/৩০

৬১ Editorial Board, ibid, P. 28

৬২ ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ২৫৮০/৫৮

জমা প্রদানের তারিখ : ২২.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ১৯.১২.২০২৩